কৃষি ঋণ

কারা কৃষি ঋণ পাবার যোগ্য?

- কৃষি কাজে সরাসরি নিয়োজিত প্রকৃত কৃষকগণ;
- ক্ষুদ্র, প্রান্তিক কৃষক ও বর্গাচাষি;
- পল্লী অঞ্চলে আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তিবর্গ;
- নারী ও ক্ষুদ্র কৃষকগণ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঋণ পাবার যোগ্য।

কোন কোন খাত/উপখাত কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচির আওতাভুক্ত?

ক) শস্য/ফসল (ধান, গম, ডাল, তৈলবীজ ইত্যাদিসহ);
খ) মৎস্য সম্পদ;
গ) প্রাণিসম্পদ;
ঘ) কৃষি যন্ত্রপাতি (ব্যবহারকারী পর্যায়ে প্রদত্ত ঋণ);
ঙ) সেচ যন্ত্রপাতি (ব্যবহারকারী পর্যায়ে প্রদত্ত ঋণ);
চ) বীজ উৎপাদন;
ছ) শস্যগুদাম ও বাজারজাতকরণ (শুধুমাত্র নিজস্ব উৎপাদিত ফসল গুদামজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ);
জ) দারিদ্র্য বিমোচন ও আয় উৎসারী কর্মকাণ্ড (পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডে প্রদত্ত ঋণ);
ঝ) অন্যান্য (বাংলাদেশ ব্যাংক ঘোষিত ঋণ নিয়মাচারে উল্লিখিত হয়নি এমন অপ্রচলিত ফসল চাষ/কৃষিতে প্রদত্ত ঋণ)।
যেমন: রেশমগুটি/লাক্ষাগাছ/খয়েরগাছ উৎপাদন/রেশম চাষ, তুঁত গাছ চাষ, চা ফসল (সবুজ পাতা উৎপাদন পর্যন্ত) ইত্যাদি।

কৃষি ঋণ এর সুদ/মুনাফার হার কত?

- ✓ সরাসরি ব্যাংক হতে ৮% সুদ/মুনাফায় কৃষি ও পল্লী ঋণ পাওয়া যাবে।
- ✓ এমএফআই লিংকেজের আওতায় ব্যাংকসমূহের পর্যায়েও সুদ/মুনাফার হার ৮% হবে।
- ✓ কৃষিখাতে 'বিশেষ প্রণোদনামূলক পুনঃঅর্থায়ন স্কিম' এর সুদ/মুনাফার হার ৪%।
- ✓ আমদানি বিকল্প ফসল যথা-ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা চাষে সুদ/মুনাফার হার ৪%।
- ✓ নভেল করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে সৃষ্ট সঙ্কট মোকাবেলায় শস্য ও ফসল খাতের জন্য গঠিত স্কিমের সুদ/মুনাফার হার ৪%।
- ✓ দেশের পার্বত্য জেলাসমূহে (রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি) কৃষিখাতে বিশেষ রেয়াতি সুদে (ব্যাংক রেট এ) মাত্র ৪% সুদ/মুনাফায় ঋণ প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- ✓ পাট খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিমে সুদ/মুনাফার হার ৭%।

কৃষি ঋণ পেতে আবেদন করার প্রক্রিয়া বা ফি/চার্জ কত?

- ✓ একজন কৃষক মাত্র ১০/- টাকা প্রাথমিক জমার বিনিময়ে একটি সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে পারবেন এবং ব্যাংকের গ্রাহক হতে পারবেন।
  কৃষকের আবেদনের ভিত্তিতে কৃষি ও পল্লী ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে উক্ত ঋণের জন্য নির্ধারিত সুদ/মুনাফা ব্যতীত অন্য কোন নামে কোন প্রকার চার্জ, প্রসেসিং ফি/মনিটরিং ফি নেয়া হবে না;
- ✓ ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যাংক-এমএফআই লিংকেজ/পার্টনারশিপের মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি কর্তৃক নির্ধারিত ফি/চার্জ ব্যতীত অন্য কোন ফি/চার্জ নেয়া হবে না;
- ✓ শস্য/ফসল ঋণ (৫ একর পর্যন্ত) আবেদনপত্র প্রক্রিয়াকরণ এবং ঋণ মঞ্জুরির ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহ এবং ব্যাংকের সাথে পার্টনারশিপের ভিত্তিতে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণকারী ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক নিম্নলিখিত চার্জ ডকুমেন্ট ব্যতীত অন্য কোন চার্জ ডকুমেন্ট গ্রহণ করা হবে না ঃ
- ✓ ডিপি নোট (১০ টাকা থেকে ৫০ টাকার স্ট্যাম্প/সরকারী নির্দেশনা মোতাবেক)
- ✓ লেটার অব হাইপোথিকেশন (স্ট্যাম্প প্রয়োজন নেই)
- ✓ লেটার অব গ্যারান্টি ব্যক্তিগত (স্ট্যাম্প প্রয়োজন নেই)

কোথায় গেলে এ ধরণের কৃষি/পল্লী ঋণ সুবিধা গ্রহণ করা যাবে?

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত ব্যাংক এর শাখা, উপশাখা অথবা এজেন্ট ব্যাংকিং বা ব্যাংক এর সাথে পার্টনারশিপে আসা এমএফআই হতেও এসব কৃষি ও পল্লী ঋণ সুবিধা গ্রহণ করা যাবে।

কৃষি ঋণ পেতে হয়রানির শিকার হলে করণীয় কী?

- ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাদের নিজস্ব গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ সংশ্লিষ্ট হটলাইন নম্বর গ্রাহকদের সাথে শেয়ার করবেন এবং অভিযোগ দাখিল প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত করবেন;

- তদুপরি ব্যাংক পর্যায়ে সমাধান না পাওয়া গেলে পরিচালক, কৃষি ঋণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০ বরাবরে পত্র প্রেরণের মাধ্যমে অথবা gm.acd@bb.org.bd বরাবরে ই-মেইলের মাধ্যমে অভিযোগ দাখিল করা যাবে। এছাড়া, বাংলাদেশ ব্যাংকের গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্রে যোগাযোগ করেও অভিযোগ দাখিল করা যাবে।

কৃষি ঋণের সর্বোচ্চ সীমা ও অন্যান্য

- ✓ ফসল উৎপাদনের জন্য একজন কৃষককে সর্বোচ্চ ১৫ বিঘা (৫ একর বা ২ হেক্টর) জমি চাষাবাদের জন্য নির্ধারিত হারে কৃষি ঋণ প্রদান করা হবে।
- ✓ কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে নারীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে;
- ✓ প্রচলিত ফসলসমূহের পাশাপাশি কিছু অপ্রচলিত ফসল যেমন-কাসাভা, ব্রকলি, স্কোয়াশ ইত্যাদির চাষাবাদের জন্যও কৃষি ঋণ প্রদান করা হয়;
- ✓ এছাড়া, রাসায়নিক সার ব্যবহারের পরিবর্তে জৈব সার ব্যবহারে আগ্রহী করে তুলতে কেঁচো কম্পোষ্ট সার উৎপাদনের জন্য ঋণ প্রদান করা হয়, চাষাবাদের প্রচলিত পদ্ধতির পাশাপাশি সমন্বিত কৃষি খামার এবং ভাসমান পদ্ধতিতে চাষাবাদের জন্যও কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়।